পিকেএসএফ পরিক্রমা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ খ্রি: ◤ পৌষ-ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬' অর্জন করেছে পিকেএসএফ।
বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০২-০৩

খাগড়াছড়ির দুর্গম এলাকায় সোলার প্যানেল মেরামতের কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন নিপা ত্রিপুরা।
বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৭

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ facebook.com/pksf.org.bd

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬ পেল পিকেএসএফ

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬' অর্জন করেছে। পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে এ সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করা হয়। গত ১৬ এপ্রিল ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশ এবং জনগণের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদের এ অবিস্মরণীয় অবদান বাংলাদেশকে করবে সমৃদ্ধ। আজ এবং আগামীর বাংলাদেশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আপনাদের এইসব অবদান প্রেরণার উৎস হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আপনাদের অবদান এবং সফল কর্মগুলো অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব দরবারেও সমাদৃত হবে বলে আমরা দেশবাসী বিশ্বাস করি দৃঢ়ভাবে।... আজ যারা স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হলেন, আপনারা প্রত্যেকে

জাতির গৌরব। আপনাদের মতন সফল মানুষরা আগামী প্রজন্মের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠুন ...।"

> আজ যারা স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হলেন, আপনারা প্রত্যেকে জাতির গৌরব। আপনাদের মতন সফল মানুষরা আগামী প্রজন্মের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠুন ...।
>
> — মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পুরস্কার গ্রহণকালে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পিকেএসএফ-কে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬' প্রদান করায় আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দেশজুড়ে কর্মরত সহযোগী সংস্থাগুলোর সম্মিলিত অবদানের ফলেই আজ আমরা একটি বিশ্বমানের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছি।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২ কোটি ১৬ লক্ষ সদস্য, যাদের ৯৩ শতাংশই নারী - তাদের সাহস, উদ্যম ও আস্থাই আমাদের সাফল্যের প্রকৃত ভিত্তি। ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে পিকেএসএফ কৃষিজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়নে নিরলস কাজ করছে। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবাপ্রাপ্ত প্রায় ৪০ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ৭০ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃজনে অবদান রেখেছেন।"

চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন, "পিকেএসএফ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক খাতকে একটি অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে রূপায়িত করেছে। দেশের কৃষি খাতে মোট অর্থায়নের অর্ধেকেরও বেশি সরবরাহ করছে আমাদের সহযোগী সংস্থাগুলো। ক্ষুদ্রঋণ খাতে একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠায়ও পিকেএসএফ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

জাতিসংঘের জলবায়ু কনভেনশনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড এবং লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড থেকে পিকেএসএফ-এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়নে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ভূমিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিরই প্রতিফলন। নতুন কৌশলগত পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র উদ্যোগভিত্তিক অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, স্বল্পআয়ের মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন, তৃণমূল অর্থনীতির ঝুঁকি হ্রাসকরণের মতো ভবিষ্যৎমুখী লক্ষ্য স্থির করেছে পিকেএসএফ।"

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে পিকেএসএফ-এর সক্রিয় অবদান রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান।

কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা করে। গত কয়েক দশকে প্রতিষ্ঠানটি দেশের শীর্ষ উন্নয়ন অর্থায়নকারী সংস্থা হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। টেকসই অর্থায়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে পিকেএসএফ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

নিরন্তর উদ্ভাবন, বাজার শক্তিশালীকরণ এবং মানুষের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে পিকেএসএফ একটি 'প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতিষ্ঠান' হিসেবে দেশজুড়ে দুই শতাধিক ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শোভন কর্মসংস্থান, ঝুঁকি নিরসন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকে ভিত্তি করে একটি সমৃদ্ধ, ঘাতসহিষ্ণু ও সাম্যভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে পিকেএসএফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ৫টি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬' প্রদান করা হয়। স্বাধীনতা পুরস্কার দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাত থেকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬' গ্রহণের পর পুরস্কার গ্রহণকারী অন্যান্যদের সাথে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান (সামনের সারিতে ডান দিক থেকে চতুর্থ)। তারিখ: ১৬ এপ্রিল ২০২৬; স্থান: ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা

নিরাপদ স্যানিটেশন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে আরও ৬০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করলো পিকেএসএফ

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম জোরদার করতে আরও ১০৬.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে পিকেএসএফ। এর ফলে চলতি অর্থবছরে এ খাতে প্রতিষ্ঠানটির মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯২৪.৫ কোটি টাকা। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬-এর লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় প্রচেষ্টা আরও বেগবান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ২৬৪তম সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সভায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়নে আরও ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ নিয়ে চলতি অর্থবছরে এ খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ালো ৫,৭৪১.৫৭ কোটি টাকা। এ অর্থের সঙ্গে নিজস্ব তহবিল ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ সংযুক্ত করে সহযোগী সংস্থাগুলো মাঠ পর্যায়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি অর্থ বিতরণ করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

রাজধানীর শ্যামলীতে অবস্থিত পিকেএসএফ ভবন-২-এ অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। এতে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. সহিদ আকতার হোসাইন, নূরুন নাহার, ফারজানা চৌধুরী, ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, লীলা রশিদ, পিএইচডি, এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

রপ্তানিমুখী হস্তশিল্পের প্রসারে সহায়তা বৃদ্ধি করবে পিকেএসএফ

প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলারের রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশি হস্তশিল্পের প্রসার ঘটাতে এ খাতে অর্থায়ন ও অন্যান্য সহায়তা বৃদ্ধি করবে পিকেএসএফ। পাশাপাশি, দেশীয় বাজার সম্প্রসারণেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। বিগত ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মিরপুরে রপ্তানিমুখী হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান 'তরঙ্গ' পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-মহাব্যবস্থাপক একেএম ফয়জুল হক এবং 'তরঙ্গ'-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কোহিনুর ইয়াসমিনসহ প্রতিষ্ঠান দু'টির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা।

জাকির আহমেদ খান বলেন, "হস্তশিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ খাতকে সুসংগঠিত, রপ্তানিমুখী ও টেকসই শিল্পে রূপান্তর করতে হলে অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা, দক্ষ জনবল সংকট, অবকাঠামোগত অপর্যাপ্ততা ও ব্র্যান্ডিং দুর্বলতার মতো সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশেষায়িত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে পিকেএসএফ।"

মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, "হস্তশিল্প খাতে নিয়োজিত নারীদের স্থানচ্যুতি ব্যয় (displacement cost) নেই। তারা স্ব স্থানে থেকে উচ্চমানের রপ্তানিযোগ্য পণ্য প্রস্তুত করছেন এবং ভালো উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারে সমৃদ্ধি আনছেন। বাংলাদেশ থেকে হস্তশিল্প রপ্তানির পরিমাণ শতকোটি ডলারের মাইলফলক ছোঁয়ার প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে আমরা হস্তশিল্প খাতে করিগরি সহায়তার পাশাপাশি লাগসইভাবে অর্থায়ন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিচ্ছি।"

পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত 'তরঙ্গ'-এর হস্তশিল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ৩২,০০০ নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পাট, কচুরিপানা, হোগলাপাতা, তালের আঁশ, কলাগাছের আঁশ, বাঁশ, বেত, প্রাকৃতিক রং ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ মোট আয়ের ৪০ শতাংশেরও বেশি এসব কর্মীর মজুরিতে ব্যয় হয়। 'ন্যায্য বাণিজ্য' ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পণ্য বিশ্বের ৫০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে হস্তশিল্পের স্থানীয় বাজারের বার্ষিক আকার ১০ থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক হস্তশিল্পের বাজার ছিলো প্রায় ১.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে বিশাল এ বাজারে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব নগণ্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২৯.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের হস্তশিল্প রপ্তানি করেছে। দেশীয় হস্তশিল্প পণ্যের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো।

পিকেএসএফ-এ নারীদের চাকরির সুযোগ সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ

পিকেএসএফ-এ নারী জনবল বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। প্রতিষ্ঠানটিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ ও সহায়ক কর্মপরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, মেধাবী নারী শিক্ষার্থীদের পিকেএসএফ-এ কাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। একটি আদর্শ, মানবিক ও জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ-এর অবস্থান ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিগত ৩১ মার্চ পিকেএসএফ ভবন-১-এ কর্মস্থলে সহায়ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পিকেএসএফ-এ কর্মরত নারীদের জন্য গঠিত 'অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি' কর্তৃক নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে আয়োজিত এক সভায় তিনি এসব কথা বলেন। পিকেএসএফ-এ সহায়ক কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে নিয়মিতভাবে এ ধরনের সভা আয়োজন করা হয়।

মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পিকেএসএফ ২০১৫ সালে এ 'অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি' গঠন করে। সাত সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে দুইজন বহির্সদস্য রয়েছেন। পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থাতেও 'অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি' রয়েছে।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহে কর্মরত নারীসহ সকল কর্মীর জন্য একটি নিরাপদ ও হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, "এ লক্ষ্যে আমরা নিয়মিতভাবে জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।"

নারীবান্ধব ও সহায়ক কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে পিকেএসএফ-এর অব্যাহত প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, পিকেএসএফ-এর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের জন্য প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এ কেন্দ্রে অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে যাতে কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের পাশাপাশি মোবাইল ফোনেই তাদের সন্তানদেরকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। পাশাপাশি, পিকেএসএফ ভবনে নারীদের ওয়াশরুমে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত পরিচর্যার সামগ্রী রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সময় সহায়ক কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে পিকেএসএফ-এ কর্মরত পুরুষদের সক্রিয় ভূমিকারও তিনি প্রশংসা করেন।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা। সভায় পিকেএসএফ-এর সকল স্তরে কর্মরত নারীরা অংশগ্রহণ করেন এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণোচ্ছল পরিবেশে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারা পিকেএসএফ-এ সহায়ক কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং পুরুষ সহকর্মীদের প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানান।

বিগত ৮ মার্চ পিকেএসএফ ভবন-১-এ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন করে পিকেএসএফ। 'আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার, সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ মেছবাহুর রহমান। তিনি বলেন, নারীদের জন্য একটি নিরাপদ ও উপযোগী কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এরপর নির্ধারিত বিষয়ের ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের নারী কর্মকর্তা। ব্যবস্থাপক মাহমুদা মোরশেদ দিবসটির মূল প্রতিপাদ্যের ওপর আলোকপাত করেন।

ব্যবস্থাপক জেসমিন আরা 'নারীর কর্ম পরিবেশ' বিষয়ে এবং উপ-ব্যবস্থাপক আনিকা জামান তাসনীম 'দরিদ্র নারী ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রযাত্রা' বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের তার বক্তব্যে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নারীদের কল্যাণে বিনিয়োগ করলে তার সুফল পুরো সমাজেই প্রতিফলিত হয়। এ ভাবনা থেকেই পিকেএসএফ-এর কর্মসূচিগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে নারীরা উপকৃত হন।

সমাপনী বক্তব্যে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান নারী ও কন্যার অধিকার সুরক্ষায় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার মতো মানবিক মূল্যবোধগুলোই একটি সুস্থ ও ইতিবাচক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার মূল ভিত্তি। তিনি পিকেএসএফ-এর নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের প্রশংসা করেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তারা পিকেএসএফ-এর সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশের প্রশংসা করেন।

মাহমুদা মোরশেদ | জেসমিন আরা | আনিকা জামান তাসনীম

অন্তর্ভুক্তিমূলক কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে যৌথভাবে কাজ করবে পিকেএসএফ, BARC

কৃষি খাত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের অন্যতম ভিত্তি হলেও জিডিপিতে এর অবদান ১২ শতাংশে সীমিত। অথচ দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৭ শতাংশ এ খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৩.২১ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকা এবং কৃষিজমি হ্রাস, মাটির উর্বরতা অবনমন ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এ খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষাপটে, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সংযোগ জোরদারে একসাথে কাজ করবে পিকেএসএফ এবং কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)।

বিগত ২৯ জানুয়ারি পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় এ কথা জানানো হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস প্রফেসর ড. এ.এন.এম. মাহবুব-উল আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন BARC-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোঃ আবদুছ ছালাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

প্রধান অতিথি ড. এ.এন.এম. মাহবুব-উল আলম কৃষি খাতের টেকসই উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাঝে সুষম সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন; দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।"

ড. মোঃ আবদুছ ছালাম বলেন, "কৃষি খাতের দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রণীত 'Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook 2050' বাস্তবায়নে পিকেএসএফ সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।"

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, "দেশের সমগ্রিক কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও BARC-এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই আজকের সভার মূল উদ্দেশ্য। আমরা উভয় পক্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রচলিত কার্যক্রমের বাইরেও কিছু সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করব।" এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান দু'টির মধ্যে শীঘ্রই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দেশের কৃষি খাতে বিতরণকৃত মোট ঋণের প্রায় ৫০ শতাংশই পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ যোগান দেয় উল্লেখ করে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, "আমরা কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্যায়ন ও মূল্য সংযোজনমূলক নানাবিধ সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ এবং কৃষি উদ্যোগকে একটি আকর্ষণীয়, মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করে যাচ্ছি।" ইকোলজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি মাটির উর্বরতা পুনরুদ্ধারে পিকেএসএফ বিশেষভাবে মনোনিবেশ করছে বলেও জানান তিনি।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন BARC-এর সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ওয়ায়েস কবীর এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী। এতে পিকেএসএফ ও BARC-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন

বিগত ২ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ-এর Special Program-Development (Agriculture)-এর আওতায় ৩৫টি সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে "নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করি, সুস্থ সবল জীবন গড়ি" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৬' উদ্‌যাপন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তা, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা, কৃষি বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, ও সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

পাহাড়ের জুমক্ষেত থেকে সফল ইলেকট্রিশিয়ান নিপা ত্রিপুরা

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গাছবান অমৃতপাড়া গ্রামের পাহাড়ি ঢালে ভোর নামলেই জুমের মাটির ঘ্রাণে ভরে ওঠে বাতাস। এখানে মানুষের দিন শুরু হয় জুমে যাওয়ার প্রস্তুতি, সংসারের হিসাব আর অভাবের সঙ্গে লড়াই করে। সবুজের চাদরে ঘেরা উঁচুনিচু ঢালু জুমক্ষেতে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতিদিনই জীবিকার সংগ্রাম চালিয়ে যায় তারা। এখানে মেয়েদের ভবিষ্যৎ বলতে বিয়ে আর সংসারই স্বাভাবিক বাস্তবতা। কিন্তু সেই পাহাড়ি ঢালে কৃষক বাবার সাথে জুমে কাজ করে বেড়ে ওঠা নিপা ত্রিপুরা (২৪) একটু আলাদা স্বপ্ন বুনছিলেন। তার চোখে-মুখে জ্বলছিল অন্যরকম দীপ্তি, বিদ্যুতের তার, সুইচবোর্ড আর নষ্ট যন্ত্রপাতি মেরামতের এক অদম্য স্বপ্ন।

ছোটোবেলা থেকেই ইলেকট্রনিক্সের কাজে প্রবল আগ্রহ ছিল তার। স্থানীয় এক বড় ভাইকে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করতে দেখে তিনি নিজেই বাড়িতে নষ্ট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামতের চেষ্টা করতেন। বড় তিন বোনের বিয়ের পর ভাইয়ের সঙ্গে বাবার কৃষিকাজে নিয়মিত সহযোগিতা করলেও কোনোভাবেই সেখানে নিপার মন স্থির হচ্ছিল না। সংসারের অভাব দূর করতে হলে তাকে ভিন্ন পথেই এগোতে হবে - এ প্রত্যয় নিয়ে জুম চাষের পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে যান নিপা।

২০১৯ সালে খাগড়াছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজে ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে ভর্তি হয়ে ২০২১ সালে এসএসসি (ভোকেশনাল) পাস করেন তিনি। তবে কোভিড-১৯ মহামারি ও আর্থিক সংকটে তার পড়াশোনা থেমে যায়। এ সময় খাগড়াছড়ি শহরের একটি কারুপণ্যের দোকানে কয়েক মাস বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেন নিপা। পাশাপাশি বাবার সঙ্গে জুম চাষেও যুক্ত থাকেন।

একদিন জমিতে কাজ করার সময় মাইকে প্রচারিত একটি ঘোষণা নিপার জীবনে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। খাগড়াছড়ির আনন্দ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে পিকেএসএফ-এর SICIP প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে তিন মাসের 'ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স' প্রশিক্ষণের খবর পেয়ে তিনি লিফলেট সংগ্রহ করেন। পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে বাবার উৎসাহে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন নিপা।

এরপর শুরু হয় নিপার নতুন পথচলা। ২০২৫ সালের আগস্টে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় আবাসিক ব্যবস্থায় থেকে তিনি মনোযোগের সঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করেন। ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ব্যাচে মাত্র দু'জন নারীর মধ্যে একজন ছিলেন নিপা। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ চলত। শুরুতে বিদ্যুতের তার ধরতে নিপার কিছুটা ভয় লাগত, কিন্তু প্রশিক্ষকদের আন্তরিকতা ও সহায়তায় সেই ভয় দ্রুতই কেটে যায়। নিপা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন, "সেফটি গ্লাভস আর জুতো থাকলে ঝুঁকি অনেক কমে যায়। প্রশিক্ষণে আমরা নিরাপত্তার নিয়মগুলো কঠোরভাবে শিখেছি।"

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রশিক্ষণ শেষ করেই নিপা আনন্দ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের 'সোলার অ্যান্ড কুকস্টোভ' প্রকল্পে এসিস্ট্যান্ট সোলার টেকনিশিয়ান হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি মাসে ১২,০০০ টাকা আয় করছেন। বিদ্যুৎবিহীন খাগড়াছড়ির দুর্গম এলাকায় নিয়মিত সোলার প্যানেল মেরামত থেকে শুরু করে বাসা-বাড়ির ওয়্যারিং - সবকিছুই এখন নিপার নখদর্পণে।

ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ শিখতে গিয়ে নিপাকে সামাজিক বাধারও মুখোমুখি হতে হয়। নিজের সম্প্রদায়ের অনেকেই বাঁকা চোখে তাকাতেন। কেউ কেউ বলতেন, "এসব তো ছেলেদের কাজ, তুমি কেন সেলাই শিখলে না?" তবে নিপা থেমে যাননি। তার উত্তর ছিল স্পষ্ট, "এই কাজটা আমি ভালোবাসি। আমার পরিবার যখন পাশে আছে, তখন অন্য কারও কথায় আমি থেমে থাকব না।"

নিপার এ সাফল্য সবচেয়ে বেশি স্বস্তি এনে দিয়েছে তার বৃদ্ধ পিতা খুপেন্দ্র ত্রিপুরার মনে। দীর্ঘদিন দুর্গম পাহাড়ে জুম চাষ করতে গিয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হলেও অর্থাভাবে চিকিৎসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু নিপা চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর বদলে যায় তাদের জীবনের চিত্র। আবেগঘন কণ্ঠে খুপেন্দ্র ত্রিপুরা বলেন, "এক সময় আমরা তিন বেলা ঠিকমতো খেতে পারতাম না। এখন নিপা তার আয়ের টাকা দিয়ে আমার চিকিৎসা করাচ্ছে। শুধু তাই নয়, নিজের সঞ্চয় ও ঋণ নিয়ে একটি ধান মাড়াই মেশিন কিনেছে। এটি দিয়ে ফসল মাড়াই করে প্রতিদিন ৫০০ টাকা বাড়তি আয় হচ্ছে।"

নিপার এ সাফল্যের পেছনে ছিল তার একাগ্রতা। আনন্দ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষক মোঃ মাসুদ রানা বলেন, "নিপা অত্যন্ত মনোযোগী ও আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন। হাউজ ওয়্যারিং থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত প্যানেল কন্ট্রোল বোর্ড, মোটর কন্ট্রোলিং, কয়েল বাঁধাই এবং সোলার সিস্টেম ইনস্টলেশনের প্রতিটি টুলসের সঠিক ব্যবহার তিনি সফলভাবে আয়ত্ত করেছেন। দলগতভাবে কাজ করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার দক্ষতা তাকে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান হিসেবে গড়ে তুলেছে।"

নিপা কেবল চাকরিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। তিনি খাগড়াছড়িতে নিজের এলাকায় একটি সোলার প্যানেল বিক্রয় ও সার্ভিসিং সেন্টার শুরু করার স্বপ্ন দেখছেন। এছাড়া, এ উদ্যোগের মাধ্যমে তার এলাকার বেকার তরুণ-তরুণীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চান তিনি। এ লক্ষ্যে নিপা বর্তমানে তার বেতনের একটি অংশ নিয়মিত সঞ্চয় করছেন।

দারিদ্র্য বিমোচন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগের আওতাধীন Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় মোট ২,৮০০ প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১,১৫৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশব্যাপী ২০২৮ সালের মধ্যে SICIP প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৫০০ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন পূরণে কাজ করে যাচ্ছে পিকেএসএফ।

বিশেষ সাক্ষাৎকার

‘গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন’

মোঃ আবু জাফর
নির্বাহী পরিচালক, দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)’। এ উদ্যোগের নেপথ্য কারিগর এবং স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন মোঃ আবু জাফর। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিগত প্রায় ৩৪ বছর ধরে তিনি নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার সাথে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে এর সফল নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তৃণমূল পর্যায়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৭ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় ডিবিএস। বর্তমানে সংস্থাটি মেহেরপুরসহ পার্শ্ববর্তী ৪টি জেলার ৩৮টি শাখার মাধ্যমে বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে প্রায় ৩.৫ লক্ষ পরিবার ডিবিএস-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ সুফল ভোগ করছেন। ‘পিকেএসএফ পরিক্রমা’র জন্য মোঃ আবু জাফরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সংস্থার অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ: একজন চিকিৎসক হওয়ার পেছনে আপনার মূল প্রেরণা কী ছিল? চিকিৎসা পেশা থেকে পূর্ণকালীন সমাজ উন্নয়ন খাতে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলেন?

মোঃ আবু জাফর: আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা মেহেরপুরের অদূরে কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিদপুর গ্রামে। ১৯৭০ সালে ডেন্টাল অ্যান্ড ওরাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে চিকিৎসা পেশায় যুক্ত হই এবং প্রায় ২৭ বছর কাজ করি। প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য সংকট ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাকে এ পেশায় যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

চিকিৎসা জীবনের শুরুতেই দেখি, দরিদ্র মানুষ নিজেদের অবস্থানকে মেনে নিয়ে সম্ভাবনাকে ছোটো করে দেখে এবং ভাগ্যনির্ভর হয়ে পড়ে। এ মানসিক দারিদ্র্য থেকেই আর্থিক দারিদ্র্য তৈরি হয় এবং শিক্ষার অভাবে দক্ষতাও বাড়ে না। মানুষ কীভাবে নিজের সীমাবদ্ধতায় নিজের সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে – এটা কাছ থেকে দেখেছি। তাই তাদের মানসিক দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যেই আমি সমাজ উন্নয়নে কাজ শুরু করি।

পিকেএসএফ: ডিবিএস প্রতিষ্ঠার পেছনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

মোঃ আবু জাফর: মেহেরপুর একসময় কৃষিতে সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু কৃষির সাথে শিল্প ও বাণিজ্যের সংযোগ না থাকায় কৃষিজ উৎপাদনের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানো যায়নি। এ সংযোগের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্য থেকেই ডিবিএস প্রতিষ্ঠা করি।

পিকেএসএফ: ডিবিএস-এ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম কতটা গুরুত্ব পেয়েছে?

মোঃ আবু জাফর: শুরুতে ডিবিএস-এর মূল কর্মসূচি ছিল ক্ষুদ্রঋণ, সঙ্গে সীমিত স্বাস্থ্যসেবা। পরে দেখলাম ঋণের অর্থ চিকিৎসায় ব্যয় হলে মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়ে না। এ কারণে সমিতি পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা কার্যক্রম চালু করি, যেমন স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসে উৎসাহ দেওয়া এবং সেগুলোর ভিত্তিতে ঋণে অগ্রাধিকার। পরবর্তীতে পিকেএসএফ-এর ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের সাথে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি যুক্ত করি। এখন পরিকল্পনা রয়েছে – সপ্তাহে একদিন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের মাধ্যমে সেবা এবং মাসে একদিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে চিকিৎসা প্রদান।

পিকেএসএফ: ডিবিএস-এর এ দীর্ঘ পথচলায় শুরুর দিকের দিনগুলো কেমন ছিল?

মোঃ আবু জাফর: শুরুর সময়টা ছিল খুবই কঠিন; তহবিলের অভাব, ছোটো অফিস, সীমিত আসবাব, প্রায়ই খোলা জায়গায় সভা করতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মানুষের আস্থা অর্জন। অনেকেই সন্দেহ করতেন, ঋণ নিয়ে অনেকে পালিয়ে যেতেন, মাঠকর্মীরাও লাঞ্ছনার শিকার হতেন। তবু আমরা হাল ছাড়িনি। নিয়মিত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেছি। শুরুতে আমাকে একাই মাঠকর্মী ও হিসাবরক্ষকের কাজ করতে হয়েছে। স্থানীয় বেকার যুবক, তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা নারীদের নিয়ে কাজ শুরু করি। প্রথম ছয় মাস তাদের বেতন দিতে পারিনি। পরে নিজের আয় থেকে বেতন দিই। ধীরে ধীরে ছোটো ছোটো সমিতি গড়ে ওঠে। কিছু টিকে যায়, কিছু ভেঙে যায়। নিয়মিত তদারকি করে ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতাম। পরবর্তীকালে, পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা সংস্থাকে গুছিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি, স্থানীয় শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

পিকেএসএফ: পিকেএসএফ-এর সাথে আপনাদের দীর্ঘদিনের পথচলা। ডিবিএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুত করতে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

মোঃ আবু জাফর: পিকেএসএফ কেবল একটি অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান নয়। ডিবিএস-এর জন্য পিকেএসএফ পেশাদারত্ব ও সততার পথপ্রদর্শক। শুরুর দিনগুলোতে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের কাছ থেকেই আমরা শিখেছি যে কিস্তি আদায়ে ঘোরার চেয়ে ঋণ দেওয়ার আগে সদস্যের অবস্থা যাচাই করা বেশি জরুরি। পিকেএসএফ-এর কাজের ধরনে দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে – প্রথমত, তারা ভুল মার্জনা করলেও অসততাকে প্রশ্রয় দেয় না; আর দ্বিতীয়ত, তারা ঢালাওভাবে কোনো নীতি না চাপিয়ে মাঠপর্যায়ের পারিপার্শ্বিকতা ও পেশাগত বৈচিত্র্য অনুযায়ী বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেয়। কুষ্টিয়ার শ্রমিক-প্রধান অঞ্চল এবং মেহেরপুরের কৃষি-প্রধান অঞ্চলের জন্য আলাদা কৌশল গ্রহণের শিক্ষা আমরা পিকেএসএফ-এর কাছ থেকেই পেয়েছি। ‘সদস্য ভালো থাকলেই সংস্থা ভালো থাকবে’ – পিকেএসএফ-এর এ মূলমন্ত্রই ডিবিএস-কে একটি শক্তিশালী ও টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছে।

পিকেএসএফ: আপনার দৃষ্টিতে ‘ক্ষুদ্রঋণ’ কীভাবে একজন প্রান্তিক মানুষের জীবন থেকে অভাব দূর করার টেকসই সমাধান হতে পারে?

মোঃ আবু জাফর: ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব বুঝতে হলে প্রথমে প্রান্তিক মানুষের আয় ও ব্যয়ের ধরনটি বুঝতে হবে। দিনমজুরদের আয় দৈনিক হলেও তাদের কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না, আবার কৃষকদের ব্যয় দৈনিক হলেও আয় হয় তিন মাস অন্তর। এ দুই ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি আয়ের উৎস গড়ার মতো কোনো পুঁজি বা উদ্বৃত্ত তহবিল তাদের থাকে না।

এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ একজন প্রান্তিক মানুষকে উৎপাদনমুখী খাতে (যেমন বীজ কেনা, পাওয়ার টিলার বা গবাদিপ্রাণী ক্রয়) বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়। এতে তার ক্যাশ-ফ্লো বৃদ্ধি পায়। যখন সে কিস্তির মাধ্যমে ঋণটি পরিশোধ করে দেয়, তখন সেই সম্পদটি (যেমন পাওয়ার টিলার বা গরু) তার স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রঋণের ফলে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের যে সংস্কৃতি তৈরি হয়, সেটিই এক সময় বড় বিপদে তাদের ঢাল হিসেবে কাজ করে এবং টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূর করে।

পিকেএসএফ: ডিবিএস কীভাবে ক্ষুদ্রঋণকে টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে রূপান্তর করেছে?

মোঃ আবু জাফর: ডিবিএস-এর কাছে ক্ষুদ্রঋণ হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন যাত্রা। এখানে ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি সদস্যদের সঞ্চয় করতে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়, যাতে ঋণের কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি তাদের একটি নিজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিল তৈরি হয়। এ তহবিল পরবর্তীতে বড় কোনো বিনিয়োগের জন্য তাদের মূল পুঁজি হিসেবে কাজ করে এবং দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। নিয়মিত মনিটরিং এবং বাজার সংযোগ কর্মশালার মাধ্যমে সদস্যদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বাড়ানো হয়, যা তাদের ঋণগ্রহীতা থেকে সফল উদ্যোক্তায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়ায় অর্জিত অর্থনৈতিক সাফল্য সদস্যদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় এবং সমাজের চোখে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। মূলত সঞ্চয়, তদারকি এবং আস্থার এ সমন্বিত মডেলের মাধ্যমেই ডিবিএস ক্ষুদ্রঋণকে দারিদ্র্য নিরসনের একটি টেকসই হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

পিকেএসএফ: ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার অত্যধিক বলে অনেকে মনে করে থাকেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

মোঃ আবু জাফর: সুদের হারকে 'অত্যধিক' না বলে 'তুলনামূলকভাবে অধিক' বলাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। ক্ষুদ্রঋণ মূলত একটি 'হাই-টাচ ডেলিভারি' মডেল অনুসরণ করে, যেখানে প্রতিটি ঋণের জন্য বারবার মাঠ পর্যায়ে যেতে হয় এবং তৃণমূলের সদস্যদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিগত সেবা প্রদান করতে হয়। এ শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়ার কারণে প্রতিটি ঋণের পেছনে পরিচালনা ব্যয় সাধারণ ব্যাংকিং সেবার চেয়ে অনেক বেশি থাকে। এছাড়া, ক্ষুদ্রঋণ সম্পূর্ণ জামানতবিহীন হওয়ায় এখানে ঝুঁকির মাত্রাও অনেক উচ্চ। আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি গ্রাহক কারিগরি সহায়তা এবং পর্যায়ভিত্তিক পর্যবেক্ষণের মতো সেবাও পাচ্ছেন, যা ঋণের সুদের হারের সাথে যুক্ত থাকে। মূলত সুদের হার বেশি না কম, তা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ামক এবং এর মাধ্যমে অর্জিত সফলতার প্রেক্ষিতেই বিচার করা উচিত।

পিকেএসএফ: দীর্ঘ পথচলায় ডিবিএস-এর সবচেয়ে বড় অর্জন কোনটি বলে আপনি মনে করেন?

মোঃ আবু জাফর: একজন চিকিৎসক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বিশ্বাস করি যে, জীবনের সেরা অর্জনগুলো কোনো সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ডিবিএস-এর সবচেয়ে বড় অর্জন হলো এর সদস্যদের জীবনে গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তন। একজন সদস্য যখন ঋণ নিয়ে কাঠের আসবাবপত্রের ওয়ার্কশপ গড়ে তোলেন কিংবা একজন বেকার যুবক যখন সেলুন দিয়ে স্বাবলম্বী হন, তখন সেই সফলতার অংশীদার হতে পারাটাই ডিবিএস-এর জন্য পরম গর্বের। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীরাও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। মানুষের মুখে যে হাসি এবং বৃহত্তর অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক প্রভাব ডিবিএস তৈরি করতে পেরেছে, সেটিই এ দীর্ঘ যাত্রার শ্রেষ্ঠ অর্জন।

পিকেএসএফ: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

মোঃ আবু জাফর: আপনাকে এবং পিকেএসএফ-কে অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্প্রতি 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬' অর্জন করায় পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভিনন্দন। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে আমরাও এ অর্জনে সমান আনন্দিত।

পুরো সাক্ষাৎকারটি পড়তে স্ক্যান করুন

'Performance Analysis of PKSF Partner Organizations' শীর্ষক গবেষণার ফলাফলের ওপর উপস্থাপনা

পিকেএসএফ-এর Research and Knowledge Management ইউনিটের সহায়তায় সম্পাদিত 'Performance Analysis of PKSF Partner Organizations' শীর্ষক গবেষণার ফলাফলের ওপর ১৩ জানুয়ারি পিকেএসএফ ভবন-১-এ একটি সভার আয়োজন করা হয়। গবেষণাটির ফলাফল উপস্থাপন করেন Tanweer Hasan, PhD, Rolf A Weil Professor of Finance, Heller College of Business, Roosevelt University Chicago, IL। সভায় পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদেরসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক টেকসহিতা নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তার ভূমিকার বিষয়টি উপস্থাপনায় উঠে আসে।

বর্তমান সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের Mission Drift, যা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। গবেষণাটিতে দেখা গিয়েছে যে, পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তা এক ধরনের Governance হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, উপস্থাপনাটিতে Supply Side-এর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাবের চিত্র তুলে ধরা হয়।

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিনিয়োগকৃত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের আহ্বান পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বিনিয়োগকৃত সম্পদের সর্বোচ্চ কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উপকূলীয় ও প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের টেকসই উন্নয়নের জন্য স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। দরিদ্র মানুষের জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসন নির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

গত ৭ জানুয়ারি পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত 'RHL প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা' কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, দরিদ্র মানুষের টেকসই জীবন নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসনের বিকল্প নেই। এ প্রকল্পের আওতায় ঘর নির্মাণে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। RHL প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি, ১৮টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম, নতুন উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা ও উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান। কর্মশালায় RHL প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, প্রকল্প ফোকাল ও প্রকল্প সমন্বয়কারীরা অংশগ্রহণ করেন।

উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাঁচ বছর

মেয়াদি প্রকল্পটি ১৭ আগস্ট ২০২৩ থেকে উপকূলীয় সাতটি জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটির আওতায় ৮ জানুয়ারি পিকেএসএফ ভবন-১-এ 'কাঁকড়া রপ্তানি নীতিমালা পর্যালোচনা' শীর্ষক এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান। এতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বনবিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষক, কাঁকড়া রপ্তানিকারক, ও চাষিসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীরা দ্রুত একটি সমন্বিত কাঁকড়া নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি, চাষিদের সুরক্ষা ও টেকসই উপকূলীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

খরা মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ-এর অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন

পাহাড়ি এলাকার ড্রাগন বাগানে ড্রিপ ইরিগেশন কার্যক্রম

পাহাড়ে কফি উৎপাদন কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর ECCCP-Drought প্রকল্পের ১৮টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার ১১৩ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ১৬-২০ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় এক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন হয়। এ সময় তারা পাহাড়ের প্রতিকূল পরিবেশে খরা ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এর মধ্যে রয়েছে দুর্গম পাহাড়ে তীব্র পানি সংকট কাটাতে স্প্রিংকলার ও ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি, বিলুপ্তপ্রায় রেড চিটাগং ক্যাটল (আরসিসি) প্রজাতির গরু ও বন্য গরু গয়াল পালনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি, পাহাড়ের আর্দ্র পরিবেশে রোগবালাই কমাতে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, ও কফি উৎপাদন কার্যক্রম। এ সফরে অংশগ্রহণকারী বরেন্দ্র অঞ্চলের ১৮টি সহযোগী সংস্থাকে গোল মরিচের চারা প্রদান করা হয়। খরা মোকাবিলায় এ পর্যন্ত ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় ৭০টি পুকুর ও ২৮ কি.মি. খাল পুনর্খনন, ৫৯৮টি ছাদভিত্তিক Managed Aquifer Recharge (MAR) system স্থাপন এবং প্রায় ৬,৫০০ কৃষককে খরা-সহিষ্ণু ফল ও ফসল চাষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি) বছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক মোট ১৫টি মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাধীন সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান-এর সাথে 'পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার-এর আগামী দিনের কর্ম-পরিকল্পনা' বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও আধুনিক, চাহিদাভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের প্রশিক্ষণের মান ও এর বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সহযোগী সংস্থার জনবলের প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি–মার্চ ২০২৬ সময়ে পিকেএসএফ ভবন-১-এ সহযোগী সংস্থার জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার সাতটি ব্যাচে সাতটি কোর্সের আওতায় ১৫৩ জন উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাকে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবনে ১২টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ১২২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে পিকেএসএফ-এর এক জন কর্মকর্তা বিশ্বব্যাংকের আয়োজনে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত Graduation Ceremony-তে অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP)-এর দুই জন এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর একজন শিক্ষার্থীসহ মোট ১৮ জন শিক্ষার্থী জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Health Economics-এর ১৪ জন শিক্ষার্থী ইন্টার্ন হিসেবে যোগদান করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে 'Nexus Between Economic Condition and Malnutrition in Bangladesh: A Household Level Stud' বিষয়ক একটি গবেষণাপত্র প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

Department of Foreign Affairs and Trade, Australia Awards Fellowship-এর আওতায় RMIT University-এর সহায়তায় 'Addressing Challenges of Access to Safe Drinking Water for Climate-vulnerable Marginalised People in Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর ১৫ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিগত ১৮ জানুয়ারি - ১৮ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্যরা।

ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারে বাস্তবায়িত হচ্ছে SMART প্রকল্প

ক্ষুদ্র উদ্যোগে জলবায়ু-সহনশীল, সম্পদ-সাশ্রয়ী চর্চা রপ্তকরণের মাধ্যমে ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আগস্ট ২০২৩ হতে Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে এ সকল সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে কাজ করছে পিকেএসএফ।

SMART প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৫৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৫৪ জেলায় ৭০টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের অনুকূলে ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহে ১,২৪৬.৯৬ কোটি টাকা ঋণ এবং ৭৮.০৩ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত উপ-প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৪৩,৫১৭ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ তাদের উদ্যোগে অন্তত ২টি করে Resource-Efficient and Cleaner Production (RECP) কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছেন। পাশাপাশি, প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ বিপদাপন্নতা বিষয়ে জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা কৌশল আয়ত্ত, RECP-এর প্রয়োজনীয়তা এবং এ চর্চা শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে করণীয়, ব্র্যান্ডিং ও সনদায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ইতিমধ্যে ৩২,২৮১ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবসাগুচ্ছের অন্তর্গত জনগোষ্ঠী ও উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের জন্য ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ৩৩৫টি পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের সহায়তায় ৫০টি সহযোগী সংস্থায় Environment and Climate Change Unit গঠিত হয়েছে।

বিগত ২-৮ মার্চ তারিখে SMART প্রকল্পের উপ-প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৫১টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক

SMART প্রকল্পের সহায়তায় রেপিয়ার লুমের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও অধিক পণ্য উৎপাদন করছেন তাঁত সেক্টরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা।

বাস্তবায়নাধীন ৬৬টি উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। এ সময় অক্টোবর ২০২৫-জানুয়ারি ২০২৬ প্রান্তিকে উল্লেখযোগ্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনটি সহযোগী সংস্থাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

'আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার: সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ মার্চ ২০২৬ সারাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে SMART প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাগুলো বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে গাছের চারা ও বই তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, SMART প্রকল্পের দু'জন সফল নারী উদ্যোক্তার সাফল্যগাথা বিশ্বব্যাংকের ফেইসবুক পেইজে প্রকাশিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রমোশনে পিকেএসএফ-এর বিশেষ উদ্যোগ

পিকেএসএফ দেশব্যাপী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রমোশন জোরদার করতে সম্প্রতি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত 'কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনা পর্ষদের ২৬৩তম সভায় ME Promotion Centre (MPC) নামে একটি নতুন ইউনিট গঠনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। এর আওতায় শ্যামলীস্থ পিকেএসএফ ভবন-২-এ একটি সমন্বিত বিপণন হাব গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে পণ্যের প্রদর্শনী, ব্র্যান্ডিং ও বাজার সংযোগ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় উৎপাদিত নিরাপদ ও শনাক্তযোগ্য মুরগির মাংস

উৎপাদিত কৃষিজ ও অকৃষিজ পণ্যের মানোন্নয়ন, টেকসই বাজার সম্প্রসারণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে MPC ইউনিটের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি অঞ্চলভিত্তিক পণ্যের ব্র্যান্ডিং, কিউআর কোডভিত্তিক প্যাকেজিং ও লেবেলিং, উৎপাদন প্রক্রিয়ার লাইভ ডিসপ্লে, ভিডিও টিজার ও স্টোরিটেলিং, ডিজিটাল প্রমোশন ও মার্কেটিং, ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন গঠন এবং MPC-কে পণ্যের একটি নলেজ হাব হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, ভ্যালু অ্যাডেড ও সার্টিফাইড পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি, উদ্যোক্তাদের মধ্যে ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রদর্শনীভিত্তিক ইনকিউবেশন সাপোর্ট দেওয়ার বিষয়টিও সভায় আলোচিত হয়।

মৌসুমভিত্তিক পণ্য বা বিশেষ ধরনের পণ্যের অধিকতর প্রমোশনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পণ্যভিত্তিক মেলা আয়োজনের বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

সভায় জানানো হয় যে, বর্তমানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত তিনশতাধিক বিক্রয়যোগ্য পণ্য বাজারে রয়েছে। এর মধ্যে শতাধিক পণ্য ISO, BSTI, HALAL, HACCP-এর সনদপ্রাপ্ত এবং রপ্তানিযোগ্য। সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামসহ পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশে পাঁচটি ব্যাংকের সাথে পিকেএসএফ-এর ক্রেডিট গ্যারান্টি চুক্তি স্বাক্ষর

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তহবিল স্বল্পতা দূর করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Credit Enhancement Scheme (CES)'-এর আওতায় পাঁচটি ব্যাংকের সাথে পিকেএসএফ-এর পৃথক পাঁচটি ক্রেডিট গ্যারান্টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ব্যাংকগুলো হলো যমুনা ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন, ট্রাস্ট ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক এবং এনসিসি ব্যাংক। এসব চুক্তির আওতায় ব্যাংকগুলো পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাকে সর্বমোট ১,০০০ কোটি টাকার গ্যারান্টিকৃত ঋণ প্রদান করতে পারবে।

পিকেএসএফ ভবন-১-এ ২৬ জানুয়ারি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং ব্যাংকগুলোর পক্ষে আহসান জামান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি; হেইলি আলগেওয়াট্টে, উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও চিফ অপারেটিং অফিসার, কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন পিএলসি; মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা ব্যাংক পিএলসি; মোঃ হাবিবুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি এবং মোঃ জাকির হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি এসব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান, ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ এবং মুহম্মদ হাসান খালেদ।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, "দেশের স্বল্পআয়ের মানুষদের উদ্যোক্তায় রূপান্তরের যে উদ্যোগ পিকেএসএফ গ্রহণ করেছে, তার সফল বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত করতেই এ স্কিম চালু করা হয়েছে। স্কিমটির আওতায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলো মাঠ পর্যায়ে উপযুক্ত গ্রাহকদের মধ্যে তা বিতরণ করবে এবং ব্যাংক পর্যায়ে ঋণের ঝুঁকির গ্যারান্টি দেবে পিকেএসএফ"।

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে কাজ করছে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন টেকসইকরণে পিকেএসএফ 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল - ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের উদ্যোগ সম্প্রসারণ এবং আয়ের উৎস বহুমুখীকরণের জন্য নিবিড়ভাবে কারিগরি সহায়তা, সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা এবং বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পটি 'ক্লাস্টার-ভিত্তিক কৃষি কেন্দ্র' কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে। এ কেন্দ্রগুলো কৃষকদের মানসম্মত উপকরণের যোগান, কারিগরি পরামর্শ ও নির্ভরযোগ্য বাজারে প্রবেশে সাহায্য করছে। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবিলার অংশ হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলে মিনি পুকুর-ভিত্তিক সমন্বিত খামার, প্রতিকূলতা-সহনশীল জাতের ধান উৎপাদন, জলবায়ু-নিরপেক্ষ গবাদিপ্রাণী পালন প্রভৃতি কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন (স্যাম) বা মডারেট অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন (ম্যাম) আক্রান্ত শিশুদের পুষ্টিগত পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প বিশেষভাবে তৈরি করা খাবারের প্যাকেজ সরবরাহ করছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে সরাসরি সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সরকারি 'কমিউনিটি-বেইজড ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন (সিম্যাম)' কর্মসূচিকে শক্তিশালী করছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 'সুবর্ণ নাগরিক' কার্ড প্রাপ্তি এবং ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট বরাদ্দে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে কাজ করছে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে পিকেএসএফ

দেশে থ্যালাসেমিয়া রোগের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি মোকাবিলায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে পিকেএসএফ। পিকেএসএফ-এর প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

বিগত ৪ জানুয়ারি পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছায় রক্তদান ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা কর্মসূচিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। পিকেএসএফ এবং বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি ও হাসপাতাল যৌথভাবে এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি ও হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ড. এ. কে. এম. একরামুল হোসেন বক্তব্য রাখেন।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। রোগটির ভয়াবহতা ও চিকিৎসার উচ্চ ব্যয়ের কথা বিবেচনা করে প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। সমন্বিত উদ্যোগ, নিয়মিত পরীক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমেই বাংলাদেশে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, বর্তমানে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলো দেশের প্রায় সোয়া ২ কোটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্য ও আর্থিক সুরক্ষাসহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এ বিস্তৃত কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বিয়ের আগে বর-কনের থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা, বাহক শনাক্তকরণ এবং আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগটি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশে থ্যালাসেমিয়া রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে উল্লেখ করে ড. এ. কে. এম. একরামুল হোসেন বলেন, প্রতিবছর প্রায় ১৫ হাজার শিশু থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১১.৪ শতাংশ মানুষ এ রোগের বাহক। এ প্রেক্ষাপটে সমাজে এ রোগ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তারা বলেন, থ্যালাসেমিয়া একটি প্রতিরোধযোগ্য বংশগত রক্তের রোগ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে সন্তানের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে একজন বাহক এবং অন্যজন সুস্থ হলে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তাই বিয়ের আগে হবু বর বা কনে থ্যালাসেমিয়ার বাহক কি না, তা জানা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিবাহ নিবন্ধনের সময় থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করারও প্রস্তাব দেন বক্তারা। সাইপ্রাস, ইতালি ও গ্রিসের মতো দেশে থ্যালাসেমিয়া বাহকদের মধ্যে বিয়ে নিরুৎসাহিত করা এবং বাধ্যতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া রোগীর সংখ্যা প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

এরপর, পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও উৎসাহ প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর তিন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর গ্রহণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে পিকেএসএফ-এর তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারী দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে অবসর গ্রহণ করেন। তারা হলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ; উপ-ব্যবস্থাপক মোঃ দেলোয়ার হোসেন; এবং গাড়িচালক মোঃ আবুল খায়ের।

ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ-এর হাত ধরেই পিকেএসএফ-এর 'পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট' শক্তিশালী ভিত্তি পায়। পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Green Climate Fund (GCF) এবং Adaptation Fund-এর Accredited Entity হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়ায় তার অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। দীর্ঘ ১৫ বছর দায়িত্ব পালনের পর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আহমাদ ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন উপসচিব ছিলেন।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন দীর্ঘ ২৫ বছর দায়িত্ব পালনের পর ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। সাধারণ সেবা বিভাগে উপ-ব্যবস্থাপক হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন।

বিগত ৩১ মার্চ ২০২৬ পিকেএসএফ-এর গাড়িচালক মোঃ আবুল খায়ের ৩৪ বছর দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ করেন।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

মোঃ আবুল খায়ের

তিন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পৃথকভাবে অনাড়ম্বর বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা অবসরপ্রাপ্তদের প্রত্যেকের পেশাগত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততার প্রশংসা করেন। পিকেএসএফ পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের সুস্বাস্থ্য ও আনন্দময় অবসরজীবন কামনা করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ৭৭,৯১৮.৩৪ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৬৩,০২০.২২ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১৪,৮৯৮.১২ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ১০,২১,৬৬৮.৯৪ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৯,২৪,৯১৯.২৫ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ৯৬,৭৪৯.৬৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থার নিকট সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি ৩৯,২২৫.৮৩ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি: জানুয়ারি ২০২৬ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৪,৮৯৮.১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ১০,২৫১.২২ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৬৮.৮১% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৪,৬৪৬.৯০ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৩১.১৯%।

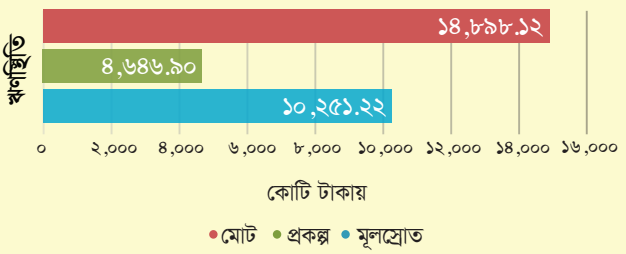

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার ঋণস্থিতি: জানুয়ারি ২০২৬ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৯৬,৭৪৯.৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৮৪,০৮৬.৮৭ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৮৬.৯১% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণস্থিতি ১২,৬৬২.৮২ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ১৩.০৯%।

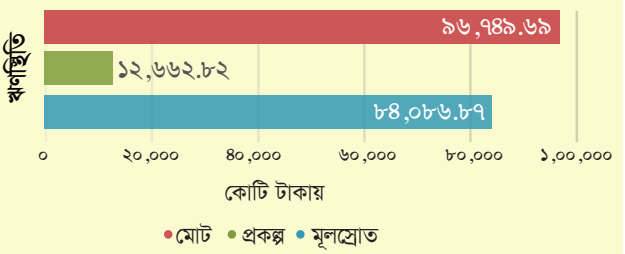

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

জানুয়ারি ২০২৬ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৪,৮৯৮.১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৭,২৫৪.৭৭ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৪,১৩৫.৯৯ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৫৫৫.০১ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ১,০৪৮.০৯ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪৩০.৪৭ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১,৪৭৩.৭৯ কোটি টাকা।

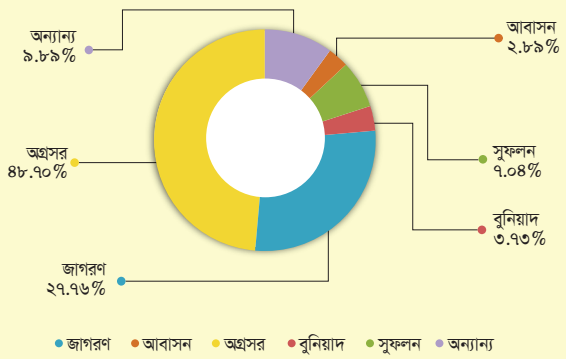

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

জানুয়ারি ২০২৬ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৯৬,৭৪৯.৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৪৭,৭৮৫.৬৬ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৩১,৩২০.৪৩ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৭৭৯.৮৮ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৬,১৪৯.৬৩ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪৮২.৫১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১০,২৩১.৫৮ কোটি টাকা।

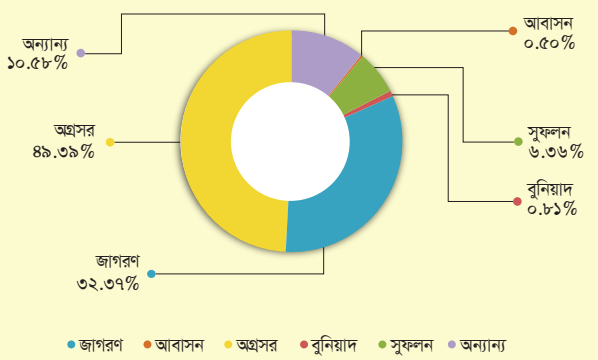

সহযোগী সংস্থার সদস্য ও ঋণগ্রহীতা: ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ২.১৬ কোটি। এর মধ্যে নারী ২.০২ কোটি, যা মোট সদস্যের ৯৩.৫২%। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৬৫ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৫৪ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৯৩.৩৩%।

ঋণ আদায় হার: পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার যথাক্রমে ৯৯.৮২% এবং ৯৯.১৫%।

অ-আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য: পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, যা পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন প্রকল্প হতে সংস্থান করা হয়। অ-আর্থিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, প্রশিক্ষণ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বন্যা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল চাষে সহায়তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

তরুণদের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের ১৫.০৭৫ কোটি ডলারের চুক্তি

'ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিকস্' ট্রেডে কর্মরত একজন RAISE গ্র্যাজুয়েট শিক্ষানবিশ

দেশের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে RAISE প্রকল্পের অতিরিক্ত অর্থায়ন হিসেবে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৫ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে বাংলাদেশ ও ভুটানের ডিভিশন ডিরেক্টর জ্যঁ পেম এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

২০৩০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত সময়ের জন্য প্রকল্পটির বাজেট দাঁড়াবে ২৮ কোটি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের এ অতিরিক্ত অর্থায়নের পাশাপাশি অবশিষ্ট অর্থের যোগান দেবে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ। এর ফলে ২০২২ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময়ে RAISE প্রকল্পের সর্বমোট বাজেটের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৩ কোটি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। মূল প্রকল্প ও অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় ৪ লক্ষেরও অধিক মানুষ সরাসরি এবং আরো চার-পাঁচগুণ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রকল্পের বর্ধিত অংশে স্বল্পআয়ের পরিবারভুক্ত আরও ২৫,০০০ তরুণকে 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলে বাজার-চাহিদাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের সুনির্দিষ্ট ট্রেডে উপযুক্ত কর্মসংস্থানে যুক্ত করার উদ্যোগ রয়েছে। পাশাপাশি, ১,৩০,০০০ তরুণ উদ্যোক্তার জন্য সহজ শর্তে অর্থায়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে অন্যদের জন্য আরও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ২০,০০০ উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থায়ন করা হবে। অপরদিকে, ১,৬০০ তরুণীকে 'চাইল্ড কেয়ার' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

'ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ' - এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি সারাদেশের শহর ও শহরতলি এলাকায় বর্তমানে ৮৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। প্রকল্পের আওতায় স্বল্পআয়ের পরিবারভুক্ত ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫০০ তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে।

জ্বালানি ব্যবহারে ৫০ শতাংশ সাশ্রয়ের সিদ্ধান্ত পিকেএসএফ-এর

বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থার অস্থিরতায় সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় পিকেএসএফ জ্বালানি ব্যবহার ৫০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তার জন্য এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অফিসের গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহার এবং যথাসম্ভব বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উপায়ে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে দাপ্তরিক কাজে অফিসের গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহার করবেন। এছাড়া, অফিস ভবনে সীমিত মাত্রায় এয়ার কন্ডিশনার (এসি) ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহারে সংযম প্রদর্শনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বুকপোস্ট

উপদেশক : মুহম্মদ হাসান খালেদ
মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল

নির্বাহী সম্পাদক : সুহাস শংকর চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী : সাবরীনা সুলতানা
এইচ. এম. শাহারিয়ার

অঙ্গসজ্জা : রাকিব মাহমুদ